ছেলে গেছে বনে

BANGLADARSHAN.COM

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সামনেওয়ালা ভাগো

বুকে বাঁধছে ঢাল যতই ছেড়ে দিচ্ছে নাড়ী
ভয় পেয়ে দেখাচ্ছে ভয়
পথে বসছে ফাঁড়ি

ইষ্টনাম জপতে জপতে
হাতে ধরল খিল
হাতের ঠোঙা হাতেই রইল
মিঠাই নিল চিল

ঘোড়া টিপেছে গুলি ফুটেছে হাত ছুটেছে
মাভৈ
টিপসইয়ের যা নমুনা রে ভাই
তাতে তো ভয় পাবোই

BANGLADARSHAN.COM

ভয় পেয়েছি বিষম ভয় পেয়েছি ভয় ভীষণ
আত্মারাম ছাড়তে চাইছে
খাঁচার ইস্-
টিশন

লাঠির আগায় কাকতাড়ুয়া
মা গো
বাজল ঘণ্টা নড়ল নিশান চলল গাড়ি
সামনেওয়ালা ভাগো॥

অদ্ভুত সময়

এ এক ভারী অদ্ভুত সময়।

পুরনো ভিতগুলো যখন বালির মতো ভাঙছে
আমরা ভাইবন্ধুরা
ঠিক তখনই
ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছি।

কে তার আস্তিনের তলায় কার জন্যে
কোন হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে
আমরা জানি না।
কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।

অন্ধকারে চেরা জিভগুলো যখন হিস্ হিস্ শব্দ করে
তখন মনে হয়
অদৃশ্য করাত দিয়ে কেউ আমাদের খুব মিহি করে কাটছে।

BANGLADARSHAN.COM

যখন
একসঙ্গে হত মুঠো করে দাঁড়াতে পারলেই
আমরা সব কিছু পাই–
তখন
বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে
চোরের দল
আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে॥

হাত বাড়িয়ে রেখেছি

তোমার ঘৃণার দিকে
আমি ফিরিয়ে রেখেছি
আমার ভালবাসার মুখ

যেখানে গতি বলতে শুধুই ঘুরপাক
এগোনো মানেই দেয়ালে মাথা ঠেকে যাওয়া
সংগ্রামের আর এক নাম যেখানে নিজেকে ভাঙা

তুমি সেই অন্ধগলিতে দাঁড়িয়ে
বিপন্ন চোখের আগুনে চাইছ
আমাকে ভস্ম করে দিতে

আর আমি
তোমার অভিশাপগুলো লুফে নিয়ে
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি আমার শুভেচ্ছা

BANGLADARSHAN.COM

ভোরের আজানের মত
আমি গলা তুলে জানান দিচ্ছি
খোলা রাস্তার কোন মুখে
আমি তোমারই জন্যে দাঁড়িয়ে

হাত বাড়িয়ে রেখেছি–
অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও
তুমি আমার হাত যাতে ধরতে পারো॥

ছেলে গেছে বনে

(সুগত মৈত্র-কে)

১

রাম তো গেলেন বনে।
দশরথ বাপ
দুঃখ যা পেলেন মনে
ছ'রাত্রেই সাফ॥

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এই কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সাতকাণ্ড বানিয়ে
কী করে গেলেন তরে কঠিন এ সংসারে বাল্মীকি!
আমি যদি লিখি,
নিয়তিকে করতে আজ্ঞাবহ,
মিথ্যে অন্ধ মুনিকে টানব না।

BANGLADARSHAN.COM

লেখা বলতে মনে পড়ল, ছিল বটে একদা বাসনা
লেখক হবার।
শব্দবোধ ছিল দুরাগ্রহ।
(তখন তো আমারও কৌমার!)

রাম রাম, এ ছি!
মার্জনা করবেন, প্রভু, অধীনের এ অবিমৃশ্যতা।
শব্দবেধ—এই কথা
নিতান্তই মুখ ফস্‌কে বলেছি।

জল ভরবার শব্দের বাণ ছুঁড়ে আমি নই ভুলক্রমে খুনী;
আমাকে দেয় নি শাপ
শোকগ্রস্ত কোন অন্ধ মুনি।
বুক খুলে দেখাই না লোক ডেকে চোখের জলছাপ।

আমি নই স্ত্রীর বশ
ইক্ষাকু বংশের সেই ভগ্নস্নায়ু দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা।
মুখ বুঁজে সগৌরবে আমি বই কালের এ সাজা।

আমার যখন এলো বানপ্রস্থে যাওয়ার বয়স–
ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
আমি তবু পদাতিক; হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিকি–

কাছে এসো রত্নাকর, দূর হটো বাল্মীকি॥

২

কপালে মিন্ মিন্ করছে ঘাম।
সময় দাঁড়িয়ে আছে
মাথার ওপর তার ছিঁড়ে–
যেন বন্ধ ট্রাম।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
মুক্তির লড়াই লড়বে বলে
ছেলে গেছে বনে।

BANGLADARSHAN.COM

পাশের টেবিলে একটা লোক
একেবারে টুপভুজঙ্গ।
সোডার বোতলে আমি ঠিক রাখছি চোখ,
কিছুতেই মাত্রা ছাড়াব না।
পুরনো স্মৃতির সঙ্গ
নেব আজ ঝেড়ে ফেলে সব দুর্ভাবনা।
নাও যদি মেলে গাড়ী–
কাগজের নৌকো ঠেলে
জুতো হাতে হেঁটে যাব বাড়ী।

ঝরাতে ঝরাতে যাব সারা রাস্তা মাঠের শিশির,
বড় বড় ঢেউ তুলে যতই দেখাক ভয়
পাড়-ভাঙা নদী
ফিরে পেতে চাই সেই বাল্যের বিস্ময়,
যে রোমাঞ্চ অন্ধকারে যেতে হাতে-ঝোলানো লণ্ঠনে।
ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।

পাবে না জেনেও কাল রাত-দুপুরে বন্দুক উঁচিয়ে
দু’গাড়ী পুলিশ
সারা বাড়ী খুঁজে গেল তন্ন ক’রে।
পেরিয়ে চল্লিশ,
যে আগুন প্রায় নিবন্ত, ওরা তার তুলছে আঁচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

এখনও মিছিল গেল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই রাস্তায়,
যে কোনো সভায় গিয়ে শুনি
কে কী বলে।
কেউ কিছু ভাল করলে দিই তাতে সায়।
সংসারে ডুবেছি, তাই জ্বালাই না ধুনি।

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।

অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা
যোবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা॥

BANGLADARSHAN.COM

সফরী

দেখ্ বেটা!
ওপর ওপর চোখ
বুলিয়ে বাইরেটা

কী হয়েছে মূলে–
না ভেঙে, না খুলে
যা আছে যেমন
রাখা-ঢাকা

বিষয়ে না ডুবিয়ে নিজেকে
এও এক রকম ক'রে দেখা
যেতে যেতে
রাস্তা থেকে
কিছুর ভেতরে কিছু
নয় যেন

BANGLADARSHAN.COM

এমনি ক'রে জানো।
দেখ্ বেটা!
রং ঢং দিয়ে টানে
যেটা

কোন্‌টা ঠুনকো
কোন্‌টা বা টেঁকসই–
যে নয় বিষয়ী
তার কিছুই আসে যায় না

এও এক রকম আয়না
ফোটাতে পারলেই
বাস্, খুশী

তার কাছে নেই
বাইরে ডানা কাটা পরী

ভেতরে রাক্ষুসী–

হ’ তুই সফরী!

দেখ্ বেটা!

ওপর-ওপর চোখ

বুলিয়ে বাইরেটা॥

BANGLADARSHAN.COM

খেলা হবে

দেখুন আলকাতেরানো দেয়ালগুলো
এখন চুনকালিতে ছয়লাপ।
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান–
খেলা হবে খেলা।

ঝাপ্‌সা চোখে চশমা লাগান
দেখতে পাবেন হাড়হদ্দ।
একবার ফিন্‌কি দিলেই
সব লালে লাল।

পটাশ দিয়ে ফটাস্‌ হবে
ঘোড়া ছুটবে তেরে কেটে তাক
হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে
দেখাব আপনাদের বাইশ কোপের খেলা।

BANGLADARSHAN.COM

আর পাঁচ মিনিট। আর পাঁচ মিনিট।
মশাইরা, দাঁড়িয়ে যান–
পড়ে যাবে আরও একটা লাশ।

খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা॥

মধ্যে যুদ্ধ

জানা ছিল নাম।
বয়সে এবং
মনে ছিল রং।

ধরে ফেলতাম
তাকে ইস্ আর
একটু হলেই।
ধরব বলেই
শূন্যে হে খোদা
করেছি একদা
পাখার বিস্তার।

হয় নি আলাপ।
দেখেছি এ ওকে
শুধু চোখে চোখে।

BANGLADARSHAN.COM

দিতে যাব লাফ–
কে যেন হঠাৎ
টেনেছিল হাত।

ছেড়ে দিল ট্রাম।
তাকে ইস্ আর
একটু হলেই
ধরে ফেলতাম।

যুদ্ধের ত্রাসে
আলো নিবোলেই
সেই কবেকার
স্মৃতি উঠে আসে॥

লাগসই

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র বাস্তবিক ছিলেন না ঈশ্বর
তাঁকে ধরা যেত
মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর
অতএব লোকে করত তাঁকে পাকড়াও
এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত
যে যেমন জানাত প্রার্থনা।

তাও
পেলে পরে ভুলে যাব মানুষ সে পাত্র না
প্রতিদানে ঢিল
ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে

মুখটা ব্যথায় নীল
অতএব লেগেছিল ঠিক
যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বর বাস্তবিক॥

BANGLADARSHAN.COM

রসুই

বাবুমশয়
আপনি সায়েব
আমি আপনার বাবুর্চি

হয়ে গায়েব
পর্দার পাছে
চৌপহর দিন চৌকার আঁচে
খোদা জানেন
যা পুড়ছি

করছি তৈয়ার
ফরমাচ্ছেন যা

হুজুর আমার মনোবাঞ্ছা
পূরণ হয় না
নিজের রান্নায়

আমার খানা
বিবি বানায়

ঘরে যাবার আগে, হুজুর
ভালো করে হাত ধুচ্ছি॥

BANGLADARSHAN.COM

ধরাবাঁধা

আয়না আয়না আয়না
সবাই দেখে নিজেকে, কেউ তোমাকে দেখতে চায় না।

গলি গলি গলি
এই বললে বসে থাকব, এই বলছ চলি।

রোয়াক রোয়াক রোয়াক
তোমায় দেখে গ্যাসের আলোর রাত্তিরটা পোহাক।

রাস্তা রাস্তা রাস্তা
শুয়ে শুয়ে দেখছ বুঝি হাঁ-করা আকাশটা।

ছাদ ছাদ ছাদ
পুপের জন্যে টুকুর জন্যে বেঁধে আনো তো চাঁদ॥

BANGLADARSHAN.COM

চর্যাপদ থেকে

১

কায়া তরু; তার পাঁচখানি ডাল।
অধীর চিত্ত, অন্তরে কাল।
লুই বলে, মহাসুখের প্রমাণ
পাবে, করো সদ্‌গুরু সন্ধান।
সুখ ও দুঃখ যখন এ ভবে
মৃত্যুই ধ্রুব; সমাধি কি হবে?
এড়িয়ে ছন্দোবদ্ধ নিগড়
শূন্য পক্ষ হয়ে থাকো ভর
ধ্যানস্থ হয়ে দেখেছি এ দই
প্রাণায়ামে ব'সে বলছেন লুই॥

২

BANGLADARSHAN.COM

ভবনদী বয় গম্ভীর খরবেগে–
মাঝে নেই থই; দুই পাড়ে কাদা লেগে।
চাটিল বেঁধেছে তাতে ধর্মের সাঁকো,
নির্ভয়ে পর হয় লোক লাখো লাখো।
মোহতরু চিরে পাটি জোড়া হল খাসা।
অদ্বয় দৃঢ় টাঙি নির্বাণে ঠাসা।
ডান-বাঁ হয়ো না সাঁকোটাতে চড়ো যদি
যেও নাকো দূরে, নিকটেই আছে বোধি।
চাটিল হলেন সকলের বড় সাঁই
তাঁকেই শুধাক যারা পার হতে চায়॥

৩

কাকে যে ধরেছি, ছেড়েছি বা কাকে?
চৌদিক থেকে বেড় দেয় হাঁকে।
আপন মাংসে হরিণ বৈরী।
শরসন্ধানে ভুসুকু তৈরী।
খায় না হরিণ–না জল, না ঘাস।

জানে না কোথায় হরিণীর বাস।
হরিণী বলেছে, ‘ও হরিণ শোন্–
দূরে চলে যা রে, ছেড়ে এই বন।’
ছুটে গেল, দেখা গেল নাকো খুরও।
ভুসুকুর কথা বোঝে নাকো মূঢ়॥

৪

দোয়ালো কাছিম, উপ্‌চে পড়লো কেঁড়ে।
গাছের তেঁতুল কুমিরে খেয়েছে পেড়ে।
শোন্ ওরে বউ, উঠোনেই ঘরদোর,
কর্ণাভরণ মাঝরাতে নিল চোর।
শ্বশুর ঘুমোয়, বধূ এক জেগে আছে–
কর্ণাভরণ চেয়ে নেবে কার কাছে?
দিবাভাগে বধূ কাকের ভয়েতে চুপ।
রাতের বেলায় চলে যায় কামরূপ।
কুক্কুরীপাদ এ চর্যাগীতি গায়–
কোটির মধ্যে একের মর্মে যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

৫

আলিতে কালিতে পথ গেছে ঠেকে।
কাহ্ন বিমনা হল তাই দেখে।
করবে কাহ্ন কোথা বসবাস–
যে মনোগোচর সেই যে উদাস।
তিন তিন বটে; তিন অভিন্ন
ভবসংসার পরিচ্ছিন্ন।
যারা যারা আসে ফিরে ফিরে চলে যায়।
কাহ্ন বিমনা সে আনাগোনায়।
ঐ তো কাহ্ন, জিনপুরে ঐ–
অন্তরে তবু সাড়া জাগে কই॥

উর্দু থেকে

শহরিয়ার-এর দুটি কবিতা

১

এইমাত্র
একটা আওয়াজ ঢেউ দিয়ে গেল দরজায়
এইমাত্র
কানে কানে ফিসফিসিয়ে গেল একটা কথা
এইমাত্র
একটা মিষ্টি গন্ধ হাত বুলিয়ে গেল আমার গায়
এইমাত্র
আমার ঘরে ঢুকেছিল একটা ছায়া
আর ঠিক তখনই
ঘুমের দেয়াল ধ্বসে পড়ল
ঠিক তখনই
সাঁই সাঁই ক'রে ছুটল হাওয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

২

এই দিগম্বর অন্ধকারে নৈঃশব্দ্য ছাড়া কীই বা আছে
শুধু শূন্যতা, শুধু হাহাকার, শুধুই পিপাসা
এখানে যে জন্যে তুমি এসেছ
কোন দামেই তা মিলবে না
সঙ্গে ক'রে যা এনেছিলাম
তাড়া না করলে তাও খোয়া যাবে
চলো, তাড়াতাড়ি চলো নিজের ঘরে
যেখানে দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করছে
যে দিন চলে গেছে
তার করাঘাত॥

রুশ থেকে

ৎভারদ্ভস্কির একটি কবিতা

যা জানবার আমি নিজে নিজে জানব।
আমার যা কিছু ভুল
আমি নিজেই বার করব।
সমস্তই আমি জানব মনপ্রাণ দিয়ে–
পরের যোগানো বাঁধাগৎ দিয়ে নয়।
এ থেকে ভালো কিছু হবে না
–হাস্যকর আত্মপক্ষসমর্থনে আমি কি রকম ফেঁসেছি।
দয়া ক'রে আমার অন্তরপুরুষকে চোখে চোখে রেখো না,
আমার কানে মন্ত্র দেবার কোনো দরকার নেই॥

BANGLADARSHAN.COM

তু ফু-র দুটি চীনা কবিতা

বসন্ত দর্শন

একেবারে দলিতমথিত আমাদের দেশ,
শুধু নদী আর পাহাড়ই যা আগের মতন,
শহর ভরে গেছে
বড় বড় ঘাস আর বসন্তের উলুঘাসে।
আমাদের এমন দুঃসময় দেখে
ফুলেরাও চোখের জল ফেলছে,
লোকে তাদের প্রিয়জনদের ছেড়ে যাচ্ছে দেখে
পাখীরাও দুঃখে কাতর।

এই তিনটি মাস
সমানে
জ্বলে জ্বলে উঠছে সাঙ্কেতিক ইশারার আলো,
এদিকে বাড়ীর একটা চিঠিও
আজ সোনার চেয়ে দামী।
আর আমি মাথা চুলকোতে গেলেই বুঝি
পাকা চুলগুলো এখন এমন পাতলা হয়ে গেছে যে–
কাঁটা দিয়েও আর সামলানো যাচ্ছে না॥

BANGLADARSHAN.COM

গাঁয়ে ফিরে

১

সমতলে ঢলে পড়ে অস্তগামী সূর্য
পশ্চিমের তুঙ্গী মেঘ ক্রমেই লালে লাল হচ্ছে।
বেড়ার গায় কিচির মিচির করছে চড়ুই,
আর দীর্ঘ রাস্তা ঠেঙিয়ে এখন আমি বাড়ীর দোরগোড়ায়।

বউ ছেলেমেয়েরা নীরবে চোখের জল ফেলে
আমাকে দেখে অবাক হয়ে ছুটে চলে এল:
যখন সারা পৃথিবী লড়ছে
ঘরের মানুষ ঘরে আসা সহজ নয়!

বাগানের দেয়ালে দেয়ালে উঁকি দিচ্ছে পড়শীদের মাথা,
যেদিকেই কান পাতো
শুনতে পাবে হাসিমুখের সচকিত ফিসফাস।
রাত নিশুতি হলে মোমবাতির আলোয় আমরা বসি,
স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি
একদৃষ্টে দেখছি আমার প্রিয়জনের মুখ।

BANGLADARSHAN.COM

২

এখন আমার পড়ন্ত বয়স, জীবনে বেশীর ভাগই গেছে যুদ্ধে,
আজও ঘরে-ফেরাটা আমার কাছে খুব সুখের নয়।
আমার আদুরে ছেলেটা সারাক্ষণ থাকে আমার পাশে পাশে,
তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে আমাকে সে
ছেড়ে যায়।

আমার মনে পড়ে, যখন আমি রওনা হই
তখন ছিল নিদাঘ–
লোকে যখন ঠাণ্ডা খোঁজে, গাছের ছায়ার ধার দিয়ে হাঁটে,
পুকুরের ধার দিয়ে দিয়ে।
আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রীতিমত শীত,
সাঁই সাঁই করছে উত্তুরে হাওয়া

আমার এখন উদ্বেগের অন্ত নেই,
কিন্তু আমি সান্ত্বনা পাই যখন শুনি
মাঠের ফসল আমরা ঘরে তুলেছি, চোলাই শেষ,
শেষ দিনগুলোতে আমাকে সাহস দেবার মত
যথেষ্ট মদ আমাদের মজুত।

৩

আমাদের মোরগগুলো গলা ফাটিয়ে
কী চিৎকারই জুড়েছিল,
অতিথিরা আসার সময় কী মোরগ-লড়াই
আর পাখা ঝাপ্‌টানি;
আমি যখন তাড়া ক'রে তাদের গাছে তুলে দিলাম,
তখনই আমার কানে এল পড়শীরা দরজায় ডাকছে।
চার-পাঁচজন বুড়োর একটা দল এল
দীর্ঘ পথযাত্রার জন্যে অভিনন্দন জানাতে–
তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি ক'রে উপহার।
আমরা সবাই মিলে ব'সে কাঠের পাত্রে
আমার জন্যে ওদের আনা মিষ্টি মদ ঢক ঢক ক'রে খেলাম।

ওরা বলল, 'নীরেস জিনিস।'
কেননা জোয়ারের ক্ষেতে এবার চাষ হয় নি।
সৈন্যদলে লোক ভর্তি কখনও শেষ হয় না।
ছেলেরা পূবদেশে গেছে ফৌজীদের সঙ্গে...

উত্তরে আমি বললাম: আমি তোমাদের একটা গান শোনাই...
কষ্টের দিনে তোমাদের সাহায্য পাওয়া
কী যে মধুর কী বলব...।'
গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার পর
আমি আকাশের দিকে তাকালাম
তারপর এ-ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি
আমাদের সকলের চোখই জলে ভেজা॥

BANGLADARSHAN.COM

এরিখ ভাইনার্টের একটি জার্মাণ কবিতা

পাথরকুচির গান

আমরা ছিলাম ঘুমন্ত হিমজমাট পাথর
শত সহস্র বছর ধরে;
ভেঙে গেল ঘুম বারুদকাঠির কঠিন ছোঁয়ায়
বিকোলাম শেষে বাজারদরে।

পাষাণস্থলীতে গাঁইতির মুখে ছিটোয় আগুন
হাঁক দেয় কুলি হেঁইও-হেঁই,
অঞ্জলি ভরে নিয়েছি আমরা—দিয়েছে দু'হাতে
শরীরে শ্বেদশণিত সে-ই।

ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ঢালে আমাদের পথের ধূলোয়,
দুরমুশ করে সমানে পিটে;
ফোঁটায় ফোঁটায় কপালের ঘাম মাটিতে শুকোয়
পাথরে থিতোয় নুনের ছিটে।

BANGLADARSHAN.COM

পায়ে চাকা বেঁধে গড়াতে গড়াতে বাঁধানো সড়কে
ছুটে যায় গাড়ী কাঁপিয়ে পাড়া,
তবু অহরহ অনুভব করি পাষাণহৃদয়ে—
যারা কাজ করে তাদের সাড়া।

একদা হঠাৎ হাজার পায়ের দৃপ্ত আওয়াজে
শুনি মিছিলের গর্জে ওঠা
মজুরেরা গায়, কণ্ঠে আমরা কণ্ঠ মেলাই
পায়ে মাথা কোটে আলোর ছটা।

ছুটে এসে লাগে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চোখের নিমেষে—
আগুনের ঝড়, ধোঁয়ার আঁধি;
পথ ঢেকে যায় মাথার খুলিতে; আমরা পাষাণ—
রক্তগঙ্গা জটায় বাঁধি।

ওরা খুঁড়ে আমাদের টেনে ওপরে ওঠায়
সামনে বাধার দেয়াল তোলে;
বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়,
দু'চোখ তীব্র ঘৃণায় জ্বলে।

মাথার ওপর ফের ওঠে ঝড়, অগ্নিবৃষ্টি!
বুকে করে রাখি বন্ধুদের;
এ পাষাণকায় বজ্রমুঠির প্রবল প্রতাপ
শত্রুরা দেখ পাচ্ছে টের।

পাষাণ, এ প্রাণ ব্যথায় কাঁদছে; হবে না ব্যর্থ
মজুরের এই রক্ত ঢালা;
কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াব আমরা–হে সাথী, হে বীর!
সমাধিতে পাব জয়ের মালা॥

BANGLADARSHAN.COM

তিনটি পুরনো গ্রীক কবিতা

প্রেমগীতি

ওঠো, উঠে পড়ো, দোহাই তোমার, যাও
এক কী ঘুম, গলা ভেঙে গেল ডেকে ডেকে
কেন দেরী ক'রে আমার বিপদ ঘটাও
সে এসে হঠাৎ দুজনকে যদি দেখে?

শেষকালে এই ছিল, হা আমার কপাল–
ধরা পড়ি যদি, দুজনেরই হবে খোয়ার
জানালায় দেখ আধফুটন্ত সকাল
পায়ে পড়ি, ওঠো, উঠে পড়ো, প্রিয় আমার॥

হতাম যদি হাওয়া

BANGLADARSHAN.COM

তুমি বসে আছো নির্জন উপকূলে
আমি যেন কোনো সমুদ্রচারী হাওয়া
কেবলি তোমার বুকের আঁচল তুলে
হাতড়াই যাতে হৃদয়টা যায় পাওয়া॥

হতাম লাল গোলাপ

আমায় তুমি তুলবে জানলে
হতাম লাল গোলাপ
তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম,
জীবনসঙ্গিনী!

লজ্জা এঁকে দিত অঙ্গে
আরক্তিম ছাপ
তোমার বুকে মুখ রাখতাম
যখন, হে রঙ্গিনী॥

রাইনর মারিয়া রিল্‌কে-র

শরতের দিন

সময় হয়েছে প্রভু। গ্রীষ্ম ছিল ভারী।
শঙ্কুপটে ছুঁড়ে মারো নিজের ছায়াকে।
মাঠে ছেড়ে দাও হাওয়া খেলুক বেচারী।

আজ্ঞা করো, ফল পুষ্ট হোক তরুশাখে;
আর মাত্র দুটো দিন রোদ রাখো পুষে;
তুমি বললে ফল পেকে হবে টুসটুসে,
পাঠাবে মধুর তত্ব গাঢ় মদিরাকে।

ঘর একা হবে নাকো—যে আজো হা-ঘরে।
এখনও যে একা, তাকে থাকতে হবে ব'সে,
ভাঙবে ঘুম, পড়বে বই, চিঠি লিখবে ক'ষে
অস্থির হৃদয়ে ঘুরবে এ-মোড় ও-মোড়ে—

শুক্‌নো পাতা গাছ থেকে পড়বে খসে' খসে'॥

BANGLADARSHAN.COM

হেরমান হেস্‌সে-র

যৌবন যায়

ক্লান্ত নিদাঘ, মাথাটা পড়েছে ঢলে;
ভাসা-ভাসা তার জলছবি ডোবা জুড়ে।
পথ বন্ধুর, ভয়াল; শরীর টলে–
ছায়াঢাকা বনবীথি সে অনেক দূরে।

একা দলছুট ভীরু হাওয়া যায় বয়ে।
পিছনে আকাশ চোখ লাল ক'রে আছে
আলো পড়ে এলে ভরসন্ধ্যার ভয়ে
গুটি গুটি এসে মৃত্যু ঘেঁসবে কাছে।

পথ বন্ধুর, ভয়াল; শরীর টলে–
ফিরে দেখি দূরে যৌবন হাত নেড়ে
বলে: এসো। তার দু'চোখ ভিজেছে জলে।
সে আজ আমাকে চিরতরে যায় ছেড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

দূরভাষ

এখনও অনেক দেরী বসন্তের গলায় দুলিয়ে দিতে মালা
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে প্রতীক্ষা ফাল্গুন
আকাশ দু'হাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ, চোখে বিদ্যুতের জ্বালা
থেকে থেকে অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকীর শরীরে আগুন।

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র; জেনে রেখো, কাল নিরবধি
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের, পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে, কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায় নদী
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে হার মেনে ফিরে আসি
কানে গুন গুন ক'রে বলা যেত যদি আমি হতাম ভ্রমর
এখন অনেক দূর থেকে একা মনে মনে বলছি: ভালবাসি–
তুমি শুনতে পেলে কোন দৈববাণী? অথবা আমার কণ্ঠস্বর?

BANGLADARSHAN.COM

এ সংসারে দিনে রাত্রে দেহ বলো, মন বলো যখন যা চাই
প্রেমের নিকষে ফেলে প্রিয়তমা, করো সব-কিছুর যাচাই॥

খাঁচা ছড়া

লেখকের দল।
একদিকে জল
একদিকে দানা।
বসিয়ে খাঁচায়।
ওরা লেখে চায়।

খাঁচা ভেঙে তাই
মেলছি ডানা॥

BANGLADARSHAN.COM

নিশির ডাক নাটকের গান

আশার কপালে চন্দন দিলাম
চন্দন লাগল না
বন্ধুর হৃদয়ে বন্ধন দিলাম
বন্ধন থাকল না।
সারাটা দিন জুড়ে দেখলাম
রাতের হাতছানি
দিনের চোখে স্বপ্ন দিলাম
রাতের চোখে পানি
হাটে হাটে বেচলাম প্রদীপ
ঘরে সন্ধ্যা জ্বলল না।

যেদিকে হাত বাড়াই যখন
যেদিকেতে চাই
চোখে ঠেকে আঁধি-আঁধার
হাতে ঠেকে ছাই।
চোখের মণি জ্বেলে খুঁজলাম
সাপের মাথার মণি
চোখ বুঁজেই খুঁজে পেতাম
বুকের মধ্যে খনি।
জীবনে যার সন্ধান করলাম
সন্ধান মিলল না॥

BANGLADARSHAN.COM

বায়নাক্কা

গুড়গুড়ে পাখী এক
পুছে বাত নিয়ত
পাগুড়িতে ঢাক ঢাক
গুড় গুড় কি অত

বলে দাদা শুনে সব
ভুরু দুটো কুঁচকে
কত বড় বেআদব
ঐটুকু পুঁচকে

অবিশ্যি এও ঠিক
মাতা সাফ থাকলে
বেঁধেছেঁদে চারিদিকে
রাখা চাই আগ্‌লে

BANGLADARSHAN.COM

নইলে তো ছেড়ে নাক
টাক-ডুম ডুম-টাক॥

ম্যাও

ওরা তো সব কাগুজে বাঘ
আমি বাঘের মাসী হে
আমার ওপর করলে রাগ
দেব না ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে!

নরম মাটি পেলেই আমি
শানিয়ে নিই নখ হে
মানবে না যে গৃহস্বামী
নেই কো তার রক্ষে।

দেহ ক্লান্ত, দুয়োরে খিল
ভাবছ দেবে ঘুম কি?
তার আশা নেই, টপ্‌কে পাঁচিল
অ্যায়সা দেব হুম্‌কি!

BANGLADARSHAN.COM

কাগুজে বাঘের পায়ের ধূলো–
আমারই এখন দিন হে
মিনির দলে আমিই হুলো
চিনে নাও দাগচিহ্নে॥

ভিয়েতনামে শোনা একটি গান

একটু আগে তুমি ছিলে মাথার ওপর
আর
আমি মাটিতে।
মেঘ থেকে বজ্র খসিয়ে
নীচে
লাল পিঁপড়ের মত
আমাকে তুমি দেখছিলে।

এখন
আমি তোমার মাথার ওপর
আর তুমি টান টান হয়ে
মাটিতে।
কৃমিকীটের মত তোমার মুখ
আমি নীচু হয়ে দেখছি॥

BANGLADARSHAN.COM

দেখেশুনে

লেলিনগ্রাদ থেকে চলেছি স্কোফ
চার মহাদেশ চাপিয়ে দুই বাসে
জানালা দিয়ে দেখায় বায়োস্কোপ
রোমাঞ্চকর দৃশ্য রুদ্ধশ্বাসে
পিছিয়ে যায় পায়ে লাগিয়ে চাকা
যৌথখামার দোকানপাট বাড়ী
উড়ছে নামছে মাথায় ক'রে পাখা
হেলিকপ্টার।
সমানে হাত নাড়ি।

চোখের কাছে হার মেনেছে ভাষা।
চার মহাদেশ সারাটা পথ যেন
দু'হাত দিয়ে ছড়াই ভালবাসা।

BANGLADARSHAN.COM

খুঁটিয়ে দেখি। হিসেব চাই। কেন?
এই মাটিতে বুনেছি সব আশা॥

দেয়ালে লেখবার জন্যে

হাত জোড় ক'রে নয়, হাত মুঠো ক'রেও নয়।
পেতে হলে হাত লাগাতে হবে।

ভেতরে যত নরম, বাইরে তত গরম॥

দিনে দিনে হয়, রাতারাতি হওয়ার নয়॥

ঘৃণা ফেলে, ভালবাসা তোলে॥

শ্রেণী থাকবে না, মানুষ থাকবে॥

জীবনের জন্যে মৃত্যু, মৃত্যুর জন্য জীবন নয়॥

আরম্ভে দেশ, দুনিয়ায় শেষ।

সে ভাগে সে ভাঙে।
সে লড়ে সে গড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

উঁচুকে নীচু নয়, নীচুকে উঁচু করে॥

পরেরটা ঘোচায়, নিজেরটা গোছায়॥

এক হলে পারি, একা হলে হারি॥

বাঁধলে জোট, বাড়বে জোড়॥

টুটলে বাঁধন, বাড়লে মান।
তবেই হবে সবাই সমান॥

আগে পাও যা দাও।
পরে নাও যা চাও॥

কথার সঙ্গে মেলাও হাত।
তাহলে হবে কিস্তিমাত॥

কে বা কারা

কে বা কারা নিয়েছিল মাথার ওপর তার কেটে
কাজেই ছ-ঘণ্টা লেটে
যখন ডানকুনি ছেড়ে ধূধূ-করা মাঠে ঠা ঠা রোদে
থেমে গেল
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত রাতজাগা দূরাগত ট্রেন
সামনে দেখি নৃশংস আমোদে
পথ আট্‌কে হ্যা হ্যা ক'রে হাসছে ধৃষ্ট সিগ্‌ন্যালের আলো

বাইরে তরজা; থেকে থেকে চলছে মুখখিস্তির চিতেন
গালে-কাটা-দাগ এক খেঁড়ু
কেবিনের দিকে ফিরে দেখাচ্ছে আঙুল
চাপান-উতোরে দিব্যি লড়ে যাচ্ছে কুমেরু সুমেরু
সরু হচ্ছে মোটা আর সূক্ষ্ম হচ্ছে স্থূল

BANGLADARSHAN.COM

অন্য দৃশ্য কামরায় কামরায়
ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লেগে বাচ্চারা কাতরায়
গরমে আনচান করছে থেমে-থাকা ট্রেনে
অসুস্থ অশক্ত বুড়োবুড়ি
কেউ বা ঘড়ির দিকে রক্তচক্ষু হেনে
করতে চাইছে সময়ের ওপর গা-জুরি

চারদিকে দেয়ালে ছাদে মোচড়ানো দোমড়ানো ভাঙা-চাঁছা
জলের বেসিন, ট্যাপ, আয়না, ডুম, সুইচ, হাতল
শূন্য করে খাঁচা
মাথার ওপর থেকে হাওয়া হয়ে গেছে সব পাখা
হাতের নাগালে আছে রাখা
একমাত্র শিকল
হঠাৎ সারাটা ট্রেন ঝুঁকে পড়ল জানালায় জানালায়

কে বা কারা দিবালোকে
সটান ইঞ্জিন থেকে সরাচ্ছে হায়-হায়

সমানে ব্যাটারি
গালে যার কাটা দাগ অগ্নিশর্মা সে বেচারী
এই নামে এই এসে ঢোকে

ডিউটি শেষ, জুতো থেকে খুলে ফেলে ফিতে
তিন তিনটি বন্দুকধারী ব'সে আছে পা তুলে বেঞ্চিতে
যে দল ডিউটিতে আছে
ধারাপাত শুভঙ্করী ইত্যাদিতে সকলেই ব্যস্ত ধারেকাছে

মিটে গেলে কাজকর্ম, দ্বিতীয় অঙ্কের
পালা শুরু হলে গেল দ্রুতগামী ট্রেনের কামরায়
এতক্ষণ পাওয়া যায়নি টের
সাজঘরে মেক্‌আপ নিয়ে ব'সে ছিল এত কুশীলব
দরজা খুলে ক্রমাগত আসে আর যায়

তারা সব
চলন্ত ট্রেনের ছাদে গিয়ে
ট্রেনের তলায় ঢুকে দেখাচ্ছে কসরত
খালি হাতে যাচ্ছে তারা বস্তা থলি সমানে যুগিয়ে
কি ম্যাজিক, মূষিকের পেট থেকে বেরুচ্ছে পর্বত

ছাড়িয়ে গঙ্গার পুল গন্তব্যে না পৌঁছুতে পৌঁছুতে
আবার ঘচাং ক'রে থেমে গেল ট্রেন
তারপর মাটিতে ঝুপঝাপ
গালে যাঁর কাটা দাগ তিনি কিন্তু দিলেন না মাটি ছুঁতে
দয়া করে ধরে দিন তো ভাই
আমাকে বললেন
দুপুরে আপিসে পৌঁছে তিন অঙ্কে সাঙ্গ হল আমার ধরতাই॥

BANGLADARSHAN.COM

নিয়ে যাব শহর দেখাতে

১

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

চোখের ওপর আর নয়
গাল বেয়ে
নেমে এসে বুকের পঞ্জরে
হাত দাও, কান রেখে শোনো
দেখ চেয়ে–
অগ্নিগর্ভ কালের গহ্বরে
স্পন্দমান
দেশ।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

যা ছিল না সুস্পষ্ট কখনও,
শুধু ভাসা-ভাসা
যার স্থান
সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে
ভেঙে গিয়ে সে মেঘকুয়াশা
জল হয় যদি–
ফলন্ত ফুলন্ত হয় মাটি,
মুক্তিযুদ্ধে
শিরায় শিরায় নেচে ওঠে রক্তনদী।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

BANGLADARSHAN.COM

জীবনকে সমানে সাধে আদরে–আহ্লাদে
ঘৃণা দিয়ে মৃত্যুকে ফেরায়,
কাঁধে দিয়ে কাঁধ, হাতে হাত বাঁধে
শতদল ফোটাল একফুল
পার হয়ে জলস্থল ডাঙা ভাঁটি
চড়াই-উৎরাই
শুইয়ে দিয়ে গাঁ-শহরে বসানো পুতুল
জয় করে দুঃখক্লেশ
কে করবে দেশজয়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষ
তার হাতে
মাত্র চার প্রহর সময়।

নিয়ে যাব শহর দেখাতে।

BANGLADARSHAN.COM

২

সামনে থেকে সরে যাও,
উঠে ব'সো ময়লা-ফেলা রাস্তার ডাষ্টবিনে–
দেয়ালে পা ফাঁক ক'রে চোখ-মারা তারকা-রাক্ষুসী!
দোকানে শো-কেসে ষ্টলে সাজাও যা খুশী।
সুবেশে পকেটমার নারীমাংসলোভী বইপুঁথি
সামনে থেকে সরাও এক্ষুনি।

যেন মুখ দেখায় না রং-কানা
ভ্রাতৃরক্তে হাত রাঙানো খুনী।
অহল্যা পাথরে মাথা ঠুকে যারা করেছ দু'খানা
কাস্তে ও হাতুড়ি
দেশ দিয়ে জাহান্নামে, হয়ে নিজে দুনিয়ার বার–
স'রে যাও, স'রে যাও এসো না সাক্ষাতে!

আমি যাচ্ছি শহর দেখাতে॥

সময়ের জালে

১

নিজের হাতের ঘড়ি
চব্বিশ ঘণ্টায়
মাত্র একবারই দেখি–

ন'টায়
ভোঁ বাজলে।

দিন কোথা দিয়ে যায়
রাত কোথা দিয়ে যায়
আমি খবরই রাখি না

খবরের কাগজের পাতায়
সকাল হয়,
ময়দানে খেলা ভাঙলে
সন্ধ্যে।

যেতে যেতে
দুপাশের দেয়াল আল্‌সে ছাদে
লটকানো
আকাশের রকম রকম ছিট
রকম রকম ছাঁট।

ঢেউ-খেলানো টিনের গায়
চিড়বিড়িয়ে শিল পড়লে
এখনও
কি যে মজা হয়।

টেবিলে, জুতোর বাক্সে
উত্তরের অপেক্ষায়
চিঠির ডাঁই।

BANGLADARSHAN.COM

না লেখার অপরাধ
দু-একটা দীর্ঘশ্বাসে হালকা হওয়ার নয়।

মাছ ধরার জাদু দেখাত
যে হাত-কাটা লোকটা–
বর্ষার মরশুমেও,
মনে রেখো,
তাকে দেখা গেল না।

রাস্তার গর্তগুলো
ছোট থেকে বড় করতে করতে
এগিয়ে চলেছে সময়॥

২

বাড়ীতে পায়েস হলে
জানতে পারি
আমারও একটা জন্মদিন আছে।

BANGLADARSHAN.COM

মাঝরাত্রে ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ শুনে
ধরতে পারি
পৃথিবীতে নতুন মানুষ এল।

আমার একটুও ভাল লাগে না
তবু শবানুগমনে
মাঝে মাঝে আমাকে যেতেই হয়–
নেহাত মুখরক্ষার জন্যে।

চেনা লোকদের টেনে নিয়ে গিয়ে
চায়ের দোকানে তুলি।
চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখি
বরের গাড়ী
ফুল সাজিয়ে চলে যাচ্ছে

যাক,
যা বলছিলাম

কী যেন বলছিলাম
ভুলে গিয়েছি।

কাল হঠাৎ মনে পড়ে যাবে
এক-বাস্ লোকের মধ্যে।
হুঁশ হলে দেখব
আমার নামবার স্টপ
কখন পেছনে ফেলে এসেছি॥

৩

গল্পটা অনেকক্ষণ থেকেই
বলব বলব করছি।

রড ধরা একটা হাতে
একটা ঘড়ি
আমার চোখের সামনে
কেউ পরছিল কিংবা খুলেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

নামব ব'লে হাত টেনে নিতে গিয়ে
হঠাৎ ঠাহর হল
হাতটা আমার
এবং ঘড়িটা অদৃশ্য।

পাদানি থেকে ঘড়িটা উদ্ধার হল
সেইসঙ্গে
পেছনে সিন্ খাটিয়ে তোলা
একটি মেয়ের ছবি।

ঘড়িটা গেলে
আমি সময়ের হাত থেকে
বাঁচতাম।
ছবিটা পেলাম একেবারেই উপ্রি।

কেননা পকেট থেকে আমার ঘড়িটা
ফেলে দিতে গিয়ে

ভুল ক’রে ছবিটাও সেইসঙ্গে পড়ে গিয়েছিল ব’লে–
ছবির কোনো মালিক পাওয়া গেল না।

এখন আমার কাজ বেড়েছে।
ন’টার ভোঁর সঙ্গে
ঘড়িটা
আর মেয়েদের মুখের সঙ্গে
ছবিটা
মেলাতে গিয়ে সময়ের জালে
যেন আরও বেশী জড়িয়ে পড়ছি॥

BANGLADARSHAN.COM

ফেরাই

(দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীকে)

সবাই সমান

যেখানে গেলে সবাই সমান হয়

‘সব লাল হো যায়েগা’ বলে
এক লাফে
সটান সেই জায়গায়

কাঁধ ধরাধরি ক’রে
পৌঁছুনো
এবং পৌঁছে দেওয়া গেল

রাবণের চুল্লীর সামনে লাইনবন্দী হয়ে
ধর্ণা দিচ্ছে
লালগাড়ী-পাশ-হওয়া
ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ

নিশির ডাকে নিশান হাতে
যারা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিল
তারা এখন
সাড়ে তিন হাত জমির দখল ছেড়ে
আগুনের মুখে ছাই হওয়ার অপেক্ষায়

চোখ বন্ধ ব’লে
ওরা দেখতে পাচ্ছে না
মেঝে থেকে দেয়াল, দেয়াল থেকে ছাদ
শোয়ানো আর দাঁড়-করানো অক্ষরে
অঙ্গার দিয়ে লেখা অঙ্গীকার

ভুলব-না ভুলব-না ভুলব না!

BANGLADARSHAN.COM

একটা ক’রে যায়
লাইন একটু ক’রে এগোয়॥

বলির বাজনা

রাত্রে রেডিওতে যখন খবর বলে
কানে আঙুল দিয়ে থাকি
সকালে কাগজ এলে
ছুঁতেও ভয় করে

লাইনবন্দী চেনা মুখগুলো
একের পর এক
একের পর এক ভেসে ওঠে

BANGLADARSHAN.COM

আমার পুরনো সব বন্ধুর ছেলেরা
ছিল আমার নতুন বন্ধু
সিগারেট আমিই এগিয়ে দিতাম
যাতে তারা ছলছুতোয়
আমাকে একা ফেলে উঠে যেতে না পারে

ছেলেধরার দল
নাকের কাছে ফুল শুঁকিয়ে
ফুস্‌লে নিয়ে চলে গেছে
তাদের বলি দেবে ব’লে

এখন যারা কবিতা শোনাতে আসে
তাদের কবিতা আমি শুনতে চাই না
যারটা শুনতে চাই
কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
এখন সে শবসাধনায় উধাও

লালবাড়ীর ভেতর থেকে আসছে
হায়নাদের হাড়ভাঙার শব্দ
ঘুমের মধ্যে আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠছি

কালো গাড়ীগুলো থেকে
ঘষ ঘষে তোলা হচ্ছে চাপ চাপ রক্ত
হরিণবাড়ীতে পাগলাঘণ্টি
বেজে চলেছে বেজে চলেছে বেজে চলেছে

একদল বাইরে থেকে ওস্‌কাচ্ছে
একদল ভেতর থেকে ভাঙছে
বলির বাজনায় আর জয়জোকারে
রক্তমাখা খাঁড়াগুলো

উঠছে আর পড়ছে
উঠছে আর পড়ছে॥

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যিখানে চর

মধ্যিখানে চর

এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন
এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন
ভাঙছে আর ভাঙছে

বলেছিল কবর দিতে
যারা খুঁড়ছিল
সেই কবরেই পেছন থেকে তাদের ঠেলে ফেলে দেওয়া হল

বলেছিল দেশ বরবাদ
পরে দুনিয়াটাকেই ছেঁটে ফেলে দিল

ধরা পড়বার ভয়ে
সারা রাস্তা ‘চোর চোর’ ক’রে ছোটার পর
সিন্দুকের লাখবেলাখে
গোয়েন্দা-সিরিজে ফাঁস হয়ে যায়
হাতসাফাইয়ের কলকাঠি

গড়বার দল নয়
একটা ভাঙবার চক্র
নামাবলি গায়ে দিয়ে ভক্তদের ভোলাচ্ছে

মধ্যিখানে চর
তার আড়ালে ব’সে রয়েছে
কোন্ সে সওদাগর?

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুরা কোথায়

কাঁধের গামছাগুলো হাতে নিয়ে
একটা দল
গুম্ হয়ে ব'সে

পথ
এখন এক অন্ধগলিতে এসে ঠেকে গেছে
শহীদের স্মৃতি রাখতে শহীদ হওয়া
খুনের বদলে খুন
এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না

যারা মৃত্যুর সওদাগর
পাখী-পড়ার মত ক'রে তারা বোঝাচ্ছে
হয় মারো নয় মরো
এগোবার পথ তারাই প্রশস্ত করেছিল
এখন ফেরার পথে
তারাই কাঁটা দিচ্ছে

BANGLADARSHAN.COM

আমার সেই বন্ধুরা কোথায়
আমি জানি না
পাছে কোনো অকল্যাণ হয়
তাই কাউকে জিগ্যেস করি না
দেখে ফেললে না চেনার ভান করি

যারা শত্রুকে একঘরে না ক'রে
বন্ধুটাকে শত্রু করছে
যারা সংগ্রামের সাথীদের
আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়ে
মৃত্যুর গুণগান গাইছে–

সেই শয়তান চক্রটাকে এবার
যেখানে পাও খুঁজে বার করো

ফাঁক ভরাট করো
ভাঙাকে জোড়া দাও
তাহলেই সোনার কৌটোয় কালো প্রাণভোমরাগুলো
বুক ফেটে দাপিয়ে দাপিয়ে মরে যাবে

কাঁধের গামছা কোমরে বেঁধে
শ্মশান থেকে উঠে এসো
ভালবাসায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে
জীবনটাকে ধরো

যৌবনের ফেরাই দিয়ে
হারিয়ে-যাওয়া নতুন বন্ধুরা আমার
সমানে জিতে নাও সৃষ্টির পিঠ

যাবার আগে যেন দেখে যাই
মেঘভাঙা রামধনু

BANGLADARSHAN.COM

ঢেলে সাজা পৃথিবীর বুকে
যেন শুনতে পাই
ভোরবেলার আজান॥

একুশে ফেব্রুয়ারী

বাক্সটার মধ্যে রাজ্যের জিনিস তালাবন্ধ–
চাবিটা
আমি সারা ঘর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছি।
ছোট্ট মেয়েটা হঠাৎ
আমার মুঠিটা খুলে দিয়ে বলল,
এই তো!
এতক্ষণ তো তোমার হাতের মধ্যেই ছিল!

BANGLADARSHAN.COM

দ্রুতি

গভীর রাত
তীব্র গতি
খড়ের গাড়ী
গরুর চোখ
গাছের গুঁড়ি
খড়ির দাগ॥

BANGLADARSHAN.COM

শব্দে আর নিঃশব্দে

দেয়ালের মধ্যে দেয়াল।
নখের মধ্যে ছুঁচ।
ঘুমের মধ্যে জেরা।
শয়তানের দল জানে–
বোমার শব্দে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে।

রক্তের মধ্যে রক্তবীজ।
চোখের মধ্যে স্বপ্ন।
বুকের মধ্যে বিশ্বাস।
শয়তানের দল জানে না–
নিঃশব্দে সমস্ত কিছু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে॥

BANGLADARSHAN.COM

আজকের গান

ডাকে বন,
ভাঙে বাঁধ–
হাতে দাও হাত, ভাই
হাতে দাও হাত।

দলে দলে কাঁধে কাঁধ
চলো একসাথ, ভাই
চলো একসাথ।

ছলেবলেকৌশলে
সমানে লোভের হাত কে বাড়াস?
সম্মুখে
পথ রুখে
কে দাঁড়াস?

BANGLADARSHAN.COM

শয়তান,
সাবধান!

ডাকে বান,
ভাঙে বাঁধ–
হাতে হাত দাও ভাই।
দলে দলে কাঁধে কাঁধ
চলো একসাথ ভাই।

যে আজো পিছিয়ে আছে
তাকে ডেকে আনো কাছে
যে রয়েছে নীচে প'ড়ে
তুলে আনো হাত ধ'রে।
আনো দিন হাতুড়ির
আনো দিন কাস্তের
খাদ্যের শিল্পের শিক্ষার স্বাস্থ্যের।

নতুন দিনের আলো লেগে করে ঝলমল ঝলমল
বঞ্চিতদের সাধআহ্লাদ।
আমাদের লাখো লাখো পদভরে টলমল টলমল
নড়ে ওঠে বনিয়াদ।
পার হতে বাকী শেষ লড়াইয়ের ময়দান
দুর্দমনীয় বেগে চলো হই আগুয়ান।

ডাকে বান,
ভাঙে বাঁধ–
হাতে দাও হাত ভাই।
দলে দলে কাঁধে কাঁধ
চলো একসাথ ভাই॥

BANGLADARSHAN.COM

আলোর অনালয়

দিনের আলো নিবে যাবার পর
ঘরের মধ্যে আলোগুলো জ্বলে উঠল।
কোণাঘুপ্‌চিতে গা-ঢাকা অন্ধকার
আমাদের কারো পাশে
কারো পেছনে
উঠে এসে গা ছুঁয়ে দাঁড়াল।

আলো অন্ধকারের এই ইতরবিশেষ
আমরা আদৌ গায়ে মাখি নি।

এমন সময়
গন্‌গনে লোহার গায়ে জল লাগার মত
পাড়া জুড়ে এক আচম্বিত শব্দে
সমস্ত আলো একেবারে ফস্‌ ক'রে নিবে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।
একজন উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটা
বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।
টর্চ জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ এর ওর মুখে ওপর ফেলা হল,
দেখা গেল প্রত্যেকেই উসখুস করছে।

আলোয় আমরা পৃথক থেকেও
কেমন মিলেমিশে এক হয়ে ছিলাম;
অন্ধকার আমাদের একাকার ক'রে
পরস্পরের কাছছাড়া ক'রে দিল।

ঘরজোড়া স্তব্ধতায় শোনা গেল
ইতিহাসের এক ভীষণ চিলচিৎকার॥

কড়াপাক

ডুবে ডুবে

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল মহাপাজী
গাজী

আর খাইবার
তার জুড়িদার
এ কালাপানির দুই কালসাপ
বিলকুল সাফ।

আকাশে ভোঁ-কাটা, মাটিতে সাবাড়
স্যাবার

রাস্তায় খান্ খান্ কে
গড়াগড়ি যায় ট্যাঙ্কে।
ঠ্যাঙানির চোটে
ফেলে পল্টন আগেভাগে ছোটে
পশ্চিমা বীর মিঞাজী
নিয়াজি।

চীন-মার্কিন টের পাক
এ কঠিন ঠাঁই—কড়াপাক॥

BANGLADARSHAN.COM

পূব হাওয়ার গান

হাওয়া দিচ্ছে হাওয়া
স্রোত বইছে স্রোত
এপার থেকে ওপার
ভেসে যাচ্ছে ফুল।
যারে ফুল পূবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা–
আমার ফুল লাল টুকটুক,
নাচতে নাচতে যায়
আমার ফুল ডাঙায় ওঠে
যেখানে মাটি রক্তে ভেজা।
যারে ফুল পূবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা–
গুণবতী ভাই আমার,
মন কেমন করে
কবে দেখা হবে ও ভাই,
কবে আসবে ঘরে।
যারে ফুল পূবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা–
এই ফুল লাল টুকটুক
ভাইয়ের পূব আকাশে ফুটুক
রুজু রুজু খেলুক হাওয়া
খুলে দাও জানালাদরজা।
যারে ফুল পূবে যা
আঁধারে ডুবে ডুবে যা॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥